# হয়তো সবাই ঠিক

# হয়তো সবাই ঠিক

আশাপূর্ণা দেবী

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২. বিধান সরণী · কলিকাতা - ৬

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
আশিস্ গোপাল মজুমদার

শ্রীগোপাল দাস মজুমদার কর্তৃক ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২ বি
সরণী কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীসনাতন হাজরা কা
. প্রভাবতী প্রেস, ৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী কলিকাতা-৬
হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ ( চিত্রগুপ্ত )

প্রীতিভাজনেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখিকার অন্যান্য বই

রাত্রির পরে

অনবগুন্ঠিতা

(ভোরের আকাশকে শ্যামলের বড় ভয়।) খুব আবছা ভোরের আকাশ। যখন মৃদু মোমের মতো ছায়াছায়া নরম একটা আলো আকাশকে আর পৃথিবীকে যেন এক করে রাখে।

ওই আলোটাকে আর ওই আকাশটাকে দেখে ফেলবার ভয়ে শ্যামল অনেক রাত অবধি জাগে, যাতে না ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যায়। শ্যামলের সব লেখা পড়া তাই রাত্রে। অনেক রাত অবধি জেগে জেগে বেশী রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে এখন আর চেষ্টা ভাবনা করতে হয় না শ্যামলের, ওটাই অভ্যাস হয়ে গেছে।

তবু দৈবাৎ যদি কোনোদিন ওই মোমের আলো ভোরটায় ঘুম ভেঙে যায় শ্যামলের, ও তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেলে বালিশে মুখ ডুবিয়ে হারিয়ে যাওয়া ঘুমটাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সবদিন কি সেই হারিয়ে যাওয়া ঘুমটাকে ফিরে পায় শ্যামল? না কি সেই ভয়ঙ্কর ভোরবেলাটা উঠে আসে চৈতন্যের কোনো এক গভীর স্তর থেকে।

সেই ভোরবেলাটার পটভূমিকায় শ্যামল দেখতে পায় একটা বাচ্চা ছেলে কার যেন হাতের ঠ্যালা খেয়ে আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে মশারিটা তোলা, বিছানায় মা নেই বাবা নেই, ঘরের দরজাটা খোলা। সেই খোলা দরজা দিয়ে ঘুম ঘুম জ্যোৎস্নার মতো কেমন একটা আশ্চর্য আলো ঘরে এসে পড়েছে।

সে রকম আলো ছেলেটা এর আগে কোনোদিন দেখেনি, কোন দিন দেখেনি এসময়ে এরকম দরজা খোলা। ওই খোলা দরজা দিয়ে দালান থেকে উঠোন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে অনেক লোক মানুষ সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আ